ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

দিব্যজ্ঞানী শিশুদের কল্যাণে সবার সক্রিয় সহায়তা চাইলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

কামালঘাট, ১৩ জুলাই:

''অপরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশজনিত কারণে বিভিন্নভাবে অক্ষম শিশুরা সমাজের বোঝা নয়। ওদের পরিচর্যায় সবাই মিলে সঠিকভাবে নজর দিলে এই শিশুরাই একদিন সমাজের সম্পদ হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী হিসাবে আজ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণ ও তাদের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকার খুব সহসাই প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।''

শুক্রবার কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ত্রিপুরার দিব্যজ্ঞানীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে সমাজকল্যাণে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার, পাণীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি বলেন, সারাদেশেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের নানা ধরণের অসুবিধা রয়েছে। অক্ষমতার শংসাপত্র বা সরকারী বিভিন্ন সুযযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

এসমস্ত সমস্যা নিরসনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। সরকারী প্রকল্পের সুবিধা শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের কাছে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা দরকার, একথা জানিয়ে সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, 'ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আজ প্রথমবার এলাম। এমন সুন্দর পরিকাঠামো দেখে সত্যিই গর্ব অনুভব হচ্ছে।' আমার জানা ছিল না একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণেও এমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।'

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সমস্ত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের এহেন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থাপিত একটি মনোবিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী এবং এই কেন্দ্রের সুযোগ নিতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

বড়জলা ও বামুটিয়া কেন্দ্রের বিধায়কদ্বয় ডাঃ দিলীপ কুমার দাস এবং কৃষ্ণধন দাস, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা অমিত শুক্লা এবং ডেপুটি ডিজঅ্যাবিলিটিস্ কমিশনার অচিন্ত্যম কিলিকদার আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের সকলেই দিব্যজ্ঞানী শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারত সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস্ উইথ ইনটেলেক্টুয়াল ডিজ্যাবিলিটিস বা এনআইইপিআইডি-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এধরণের উদ্যোগ নিলে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিদের পুস্পস্তবক ও স্মারক উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার সহ-উপাচার্য্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার জানান, গুণমানসম্পন্ন বিভিন্ন কোর্স চালানোর পাশাপাশি সমাজকল্যাণেও ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে বদ্ধপরিকর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশেষত শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের কল্যাণে বহুবিধ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একাজে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে এনআইইপিআইডি-র পূর্বোত্তরীয় কো-অর্ডিনেটর ডঃ মৌসুমী ভৌমিক দিব্যজ্ঞানী শিশুদের সার্বিক বিকাশে সকলের সহায়তা কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানশেষে দিব্যজ্ঞানী শিশুদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ তিনজন শিশুর হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেন। এসময় এক অভিভাবিকার অশ্রুসজল নয়ণ দেখে তিনি অনেকটা আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানমঞ্চে মোট দশজন শিশুকে শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হয়। বাদবাকি ৩৩২ জন শিশুকে সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ।

****